বিজয়নগরের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানো লেখ ?

বিজয়নগরের সমাজ সম্পর্কে প্রচুর বিদেশি ও দেশীয় উপাদান বর্তমান। দেশীয় উপাদান গুলির মধ্যে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি পেড্ডান রচিত 'মনুচরিত্রম্' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বিজয়নগরে বর্ণাশ্রম প্রথা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের যথাক্রমে 'বিশ্রুলু', 'রাজুলু', 'মোতি কিরাতল' ও 'নলভজতিভারু ' নামে অভিহিত করা হয়েছে । বিদেশি উপাদান গুলিতেও জাতিভেদপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়নগর - শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণরা সমাজে একচ্ছত্র আধিপত্য রচনা করেছিলেন। বহুক্ষেত্রে রাজনীতির অঙ্গনে তাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেত। বিদেশি বিবরণ গুলিতেও ব্রাহ্মণকুলের জয়গান করা হয়েছে। পায়েজ লিখেছেন, বিজয়নগরের ব্রাহ্মণকুল গৌরবর্ণ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। নুনিজ ব্রাহ্মণদের সততা, দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার প্রশংসা করেছেন।

সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান সবার উপরে ছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনে ব্রাহ্মণদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নুনিজ ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তাঁরা ছিলেন " honest men given to merchandise, very acute and of much talent very good at accounts, lean men and well - formed, but little fit for hard work." (সৎ ব্যবসায়ী, বোধসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও হিসাবে নিপুন ছিলেন। রোগা অথচ সুগঠিত শরীর কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিলেন।) ব্রাহ্মণরা ছিলেন নিরামিষাশী। গোমাংস ছাড়া সব মাংসই বিজয়নগরের মানুষ খেত। মাছ খাওয়ার রীতি ছিল। তবে বিজয়নগরের সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে - কোনো কাজে ব্রাহ্মণদের নিয়োগে কোন বাধা ছিল না । স্বয়ং রাজা কৃষ্ণদেব রায় ব্রাহ্মণ সেনাপতিদের বিশ্বস্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ব্রাহ্মণরা সাধারণত বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হতেন এবং ধর্মীয় ও সাহিত্য বিষয়ে চর্চা করে জীবন - যাপন করতেন। ব্রাহ্মণরা পঠন-পাঠন ও সামাজিক ও দায়িত্ব পালন করতেন বলে সমাজে সম্মানজনক অবস্থান ভোগ করতেন।

বিজয়নগরের নরপতিগণও মাছ-মাংস খেতেন। গোমাংস নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের খাদ্য তালিকা দেখে স্মিথ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, কৃষ্ণদেব রায় ও অচ্যুত রায় ছিলেন গোঁড়া হিন্দু ও বিষ্ণুর উপাসক; অথচ তাঁরাই পশুপক্ষীর মাংস খেতেন, এর সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল।

বিজয়নগরে নারীদের অন্য স্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা ছিল। নারীদের সম্মান দেওয়া হত। নারীরা কারুশিল্প, চারুশিল্প, সংগীত,কলাবিদ্যার চর্চা ছাড়া সাহিত্য, শাস্ত্র চর্চা করতেন। এছাড়া নারীরা মল্লবিদ্যা, অসিক্রীড়াও আয়ত্ব করতেন। গঙ্গাদেবী, হোনাম্মা ও তিরুমালাম্মা ছিলেন যে যুগের প্রখ্যাত কবি।
ন্যুনিজের মতে, বিজয়নগর রাজ্যের প্রাসাদে যে সকল নারী কর্মচারী থাকতেন তারা

অনেক হিসেব বা তথ্য রক্ষিকা, মল্লক্রীড়া,প্রাসাদ রক্ষিনী,গায়িকা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন। বিজয়নগরের রানীরা তাদের অবসর জীবন শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য চর্চায় কাটাতেন।

নারীদের জীবনের এই উজ্জ্বল, বর্ণময় চিত্রের পাশে বিজয়নগরে অন্ধকারময় চিত্রও ছিল। পুরুষেরা বহু বিবাহে আসক্ত ছিল। বিদেশি পর্যটকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, বিজয়নগরের রাজাদের বহুপত্নী ছিলেন।পায়েজের বিবরণ থেকে জানা যায় যে," রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আইনসম্মত বারোজন রানি ছিলেন, তার মধ্যে মাত্র তিনজন রানির সন্তান সিংহাসনের দাবিদার হতে পারত।"ব্রাহ্মণরা এক পত্নী গ্রহণ করতেন। সতীদাহ প্রথা বেশ ব্যাপক ছিল। ব্রাহ্মণেরা সতীদাহে উৎসাহ দিত। বাল্যবিবাহ ব্যাপক ছিল। পণপ্রথার প্রাদুর্ভাবও ছিল। বিজয়নগরে দেবদাসী প্রথার ব্যাপকতা ছিল। উৎসবের সময় এরা নৃত্য, গীত পরিবেশন করতেন, সমাজে সম্মান পেতেন। গণিকাবৃত্তি বিজয়নগরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

পর্তুগিজ লেখকদের মতে, বিজয়নগরের লোকেরা বেশ অলংকার- প্রিয় ছিল। পুরুষ ও নারী সকলেই কানে, গলায় ও হাতে অলঙ্কার পরত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা মাথায় রেশমি পাগড়ি,পায়ে ভালো চামড়ার জুতা ও অলঙ্কার পরত। কিন্তু তাদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত ছিল। কখনও কখনও তারা উত্তরীয় ধারণ করত। গরিব লোকেরা খালি পায়ে ও খালি গায়ে শুধু কোমরের নীচে কাপড় পড়ে দিন কাটাত। তারা খড়ের ছাওয়া ঘরে থাকত।

বিজয়নগরে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বিশেষভাবে হত। এছাড়া তামিল, তেলেগু, কন্নড় ভাষার চর্চা হত। সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য রচনা করেন। সায়নের ভ্রাতা মাধব বিদ্যারণ্য বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। এঁরা বুক্কর শাসনকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় দেবরায় সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত কন্নড় কবি কুমার ব্যাস ও তেলেগু কবি শ্রীনাথ তার রাজসভায় অলংকৃত করতেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবারে বহু পন্ডিতের সমাগম ঘটেছিল। এবং তিনি বহু পণ্ডিতকে ভূমি ও অর্থদান করেন। কৃষ্ণদেব রায় ' অামুক্ত মাল্যদা' নামে তেলেগু ভাষায় এক সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি সংস্কৃত ভাষায় আরো পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের দরবারের আট জন বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন - তাঁদের নাম ছিল "অষ্টদিক্-গজ "।বিখ্যাত তেলেগু কবি পোদ্দন ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি। তাঁকে 'অন্ধ কবিতার পিতামহ' (তেলেগু কাব্যের পিতামহ) বলা হয়। আরবিডু বংশের রাজারাও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এছাড়া সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতির উপরেও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বিজয়নগরে "সংস্কৃতির সমন্বয় "ঘটেছিল বলা যায়।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) বিজয়নগরের সমাজব্যবস্থার জানার উৎস গুলি কি কি ?
2) বিজয়নগরে ব্রাহ্মণদের অবস্থা সমাজে কিরূপ ছিল ?
3) সে যুগে কয়েকজন নারী কবির নাম লেখ।
4) বিজয়নগরের অন্ধকারময় সমাজব্যবস্থার রূপটি কেমন ?
5) বিজয়নগরের সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর।
6) তেলেগু কাব্যের পিতামহ কাকে বলে ?

সূত্র নির্দেশাবলী :--

1) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা(1206-1757 খ্রিস্টাব্দ)-- অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি এবং অধ্যাপক অসিত কুমার মন্ডল।

2) ভারতের ইতিহাস- আদি মধ্যযুগ থেকে মধ্য যুগে উত্তরণ(600-1556)-- তেসলিম চৌধুরী।

3) ভারতের ইতিকথা-(প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ)-- ড. মানষ ভট্টাচার্য।